নির্মাণাধীন রাস্তার ফাটল নিয়ে কথা বলতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন সওজের এসডিই

রাস্তা নির্মাণের এক সপ্তাহের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে ফাটল এবং এইজিং এর ইট খসে দুর্ঘটনার কথা জিজ্ঞেস করতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপসহকারি প্রকৌশলী মিজানুর রহমান। তিনি সাংবাদিকদের বললেন, আপনারা রাস্তার কোনো কিছুই দেখেননি।

সরেজমিনে দেখা গেছে, নির্মাণাধীন মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের চেংগাড়া থেকে চোখতোলা পর্যন্ত রাস্তায় নিম্নমানের উপকরণ দিয়ে গোঁজাতালি দিয়ে কাজ করছেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। রাস্তাটি নির্মাণের এক সপ্তাহের মধ্যে রাস্তার পাশে বেশ কয়েক স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। দেবে গেছে বেশ কয়েক স্থানে। খুব অল্প সময়ে তড়িঘড়ি করে রাস্তা নির্মাণ করার কারণে এমনটি হয়েছে বলে জানা গেছে। রাস্তা নির্মাণের সময় সড়ক বিভাগের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে দেখা যায়নি। যে কারনে নিম্নমানের উপকরণ দিয়ে গোঁজাতালি দিয়েই নির্মাণ করা হচ্ছে রাস্তাটির কাজ।

সম্প্রতি একটি চলন্ত ট্রাক রাস্তার ধার দিয়ে যাওয়ার সময় চোখতোলা নামক স্থানে ধসে ট্রাকটি রাস্তার পাশে খাদে উল্টে পড়ে। ধসে যাওয়া স্থানে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানে দ্রুত আবার মেরামত করেছেন। এই বিষয়ে মেহেরপুর সড়ক বিভাগের এসডিই মিজানুর রহমানের কাছে জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, আপনারা রাস্তার কিছুই দেখেননি। সড়কে কোনো ট্রাক উল্টে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেনি।

একটি সুত্র জানিয়েছে, গোঁজামিল দিয়ে তৈরী রাস্তা নির্মাণের সচিত্র রিপোর্ট করে নেওয়ার জন্য তিনি প্রতিদিনই তার অনুগত কয়েকজন সাংবাদিকের কাছে ধর্ণা দিয়ে থাকেন। তাদের পেছনে মোটা অংকের অর্থ ব্যয় করে তার অপকর্মকে সফল করার পায়তারা চালিয়ে যাচ্ছেন।

[redacted]

[redacted]

৫ বছর আগে বাদি ওই জমির উপর মাটি ভরাট করে ৫টি দোকান ঘর তৈরী করে ব্যবসা চালিয়ে আসছেন। তারা বলেন, একটি পক্ষের প্ররোচনায় সড়ক বিভাগের প্রকৌশলী এবং কর্মকর্তারা ওই যায়গা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

মামলার বাদি কামরুল ইসলাম বলেন, স্থানীয় একটি চক্রের সহায়তায় সড়ক বিভাগ তাদের নিজস্ব জমি ফেলে রেখে আমার নিজ নামিয় জমি দখল করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ প্রায় এক বছর আগে শুরু হয়েছে। রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণের জন্য সীমানা নির্ধারণ করে কাজ শুরু হলেও কাজ শেষ পর্যায়ে এসে আমার জমি ভেঙ্গে তা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছেন। এব্যাপারে সুরাহা পেতে আমি মেহেরপুর সহকারি জজ আদালতে মামলা দায়ের করেছি। মামলার পরে মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০ টার সময় উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মোবাইল ফোনে কল দিয়ে আমাকে নানা ধরনের হুমকী দেন। হুমকি দিয়ে ওই কর্মকর্তা বলেছেন, আপনী নাগরিক হিসেবে আদালতের দারস্থ হতেই পারেন। তবে, আপনি চাইলেও আদালত আপনার পক্ষে ইনজানকশন দেবেনা। এটা আদালতের বিষয় এটি আপনি কিভাবে বললেন এমন প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এটা আমরা উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও প্রশাসন দিয়ে দেখবো।

সরেজমিনে দেখা গেছে, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের তেরাইল বাজারের নিকট একটি ব্রীজ ছিল। পুরানো ব্রীজের বলবৎ থাকলেও পাশে আরেকটি ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত ব্রীজ থেকে বাদি কামরুল ইসলামের মার্কেটটি প্রায় দেড় শ ফুট দুরে অবস্থিত। ব্রীজের পাশে প্যালাসাইড দিয়ে মাটি ধরে রাখা হয়েছে। রাস্তার দুপাশে জমি উদ্ধারের সময় সওজের নিজস্ব জমি যতটুকু ছিল সেটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। দীর্ঘ এক বছর পরে মামলার বাদি কামরুল ইসলামের ক্রয়কৃত জমির উপর নির্মিত দোকান ঘর ভাঙ্গার পাঁয়তারা করছে সওজ। তবে জমি দখল করার চেষ্টা করলেও কেবল তা মৌখিকভাবে। কোন অফিসিয়াল পত্র দেওয়া হয়নি এমনকি এলাকাতে মাইকিংও করা হয়নি সম্প্রতি।

এদিকে কয়েকদিন আগে বাদিকে এসডিই মিজানুর রহমান অফিসে ডেকে এক্সইএনকে দিয়ে নানারকম হুমকিও দিয়েছেন।
এ ব্যাপারে মেহেরপুর সড়ক বিভাগের এসডিই মিজানুর রহমান বলেন, আমি সরকারের দায়িত্ব পালন করি। জমি উদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবো। রাস্তার দু পাশের জমি উদ্ধারের যে অভিযান চলছিল সেসময় ভাঙ্গা হয়নি কেনো এবং রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণকালে এতদিন পরে ওই মার্কেট ভাঙ্গার পেছনে অন্য কোনো উদ্যেশ্য আছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যখন প্রয়োজন হচ্ছে তখন ভাঙ্গার

মুজিবনগরে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি দিবস পালন

মুজিবনগরে গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিসের আয়োজনে,মাসিকের স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা দিবস পালন করা হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার বিকেলে গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপি এর বল্লভপুর অফিস প্রাঙ্গনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর সিডিপি এর ম্যানেজার সুব্রত টুডুরের সভাপতিত্বে ও গুডনেইবারর্স এর স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আহসানুল হকের সঞ্চালনায় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি দিবস পালন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: মেহেদী হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপি এর মেডিকেল অফিসার ডা: অগ্নিজ হালদার, ডিএইচভিএফ আয়েশা খাতুন।

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি অনুষ্ঠানে মেহেরপুর কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মা,শিশু, অফিস স্টাফ, স্বেচ্ছাসেবকরা অংশগ্রহণকরেন।

গাংনীর কাথুলী ইউপিতে ২০২৪-২৫

[redacted]

[redacted]

সহযোগিতা করা আপনাদের দায়িত্ব কর্তব্য। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে আগামী দিনের ইউনিয়ন পরিষদের সকল প্রকার কাজে আমাদের সহযোগিতা করে আমাদের পাশে থাকবেন বলেই সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

মেহেরপুরে পেনশন স্কীম শীর্ষক অবহিতকরণ সভা

মেহেরপুরে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর অধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন শিক্ষা কর্মসূচির কর্মকর্তা, সুপারভাইজার ও শিক্ষকদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সার্বজনীন পেনশন স্কীম শীর্ষক অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর বাস্তবায়নে ও জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহযোগিতায়

আজ মঙ্গলবার (২৮ মে) দুপুর ১২ টার দিকে জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে এ অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অবহিতকরণ সভার সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইটি) মোঃ তানভীর হাসান রুমান।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শামীম হাসান।

আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির জেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাদ আহাম্মদের সঞ্চালনায় এসময় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ রুহুল আমিন, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীম, জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক শেখ মো সুরুজ্জামান, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভা

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত সভা আজ মঙ্গলবার (২৮ মে) দুপুরে জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীমের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান।

আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন জেলা মডেল মসজিদের ইমাম মুফতি মোঃ সাদিকুর রহমান।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন, জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার আবু রায়হান।

এছাড়াও এসময় জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাস্টার ট্রেইনার মাওঃ মোঃ আঃ হামিদ,ফিল্ড সুপারভাইজার তাওহীদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও

মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আয়োজনে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৮ মে) দুপুরে জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

সমন্বয় সভার সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীম।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান।

এসময় জেলা মডেল মসজিদের ইমাম মুফতি মোঃ সাদিকুর রহমান,জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার আবু রায়হান, মাস্টার ট্রেইনার মাওঃ মোঃ আঃ হামিদ,ফিল্ড সুপারভাইজার তাওহীদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়নে উদ্বুদ্ধকরন সভা ও রেজিষ্ট্রেশন বুথ উদ্বোধন

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদে সার্বজনীন পেনশন স্কীম মাঠ পর্যায়ে সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করন সভা ও রেজিষ্ট্রেশন বুথ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ সঙ্গলবার সকাল ১১ টার সময় কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের সভা কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন ১ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ বাবুল হোসেন, ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ জিনারুল ইসলাম, ৩ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ আশরাফুল ইসলাম, ৪ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃআনারুল

ইসলাম, ৫নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ ফারুক হোসেন, ৬ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ হুছাইন মোহাম্মদ, ৭ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ আজমাইন হোসেন, ৮ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ কাবের আলী, ৯ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ আনারুল ইসলাম, ১,২,৩ নং ওয়ার্ডের মহিলা মেম্বর মোছাঃ ফরিদা পারভীন, ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডের মহিলা মেম্বর মোছাঃ জোসনা খাতুন, ৭,৮,৯ এর মহিলা মেম্বর আরিফা খাতুন এছাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ সহ শিক্ষক, সুশীল সমাজ।

এ সময় কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা বলেন সার্বজনীন পেনশন স্কীম চালু করেছেন এ দেশের সকল শ্রেনী পেশার মানুষের জন্য। আগে আমরা শুনে এসেছি সুধু মাত্র সরকারী চাকরি জীবিরাই পেনশন পাই। কিন্তু এবার এদেশের সকল মানুষ যেন এই পেনশনের আওতায় পড়ে সে জন্য বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এখন সকলেই পেনশনের আওতায় আসবে। এখন আর বয়স্ক হলে ছেলে ও ছেলের বৌয়ের হাতে মার খেয়ে জীবন পার করা লাগবে না। এই সরকার পেনশনের ব্যাবস্থা করে শেষ বয়সের শান্তিতে বেচে থাকার নিশ্চয়ইতা করে দিয়েছেন।

সার্বজনীন পেনশন স্কীমে ৫ টি স্কীমে পেনশন প্রদান করা হবে ১ প্রবাসীদের জন্য, সরক্ষা অর্থাৎ স্বকর্মে নিয়োজিত ব্যাক্তি,প্রগতি অর্থাৎ বেসরকারি চাকরিজীবি, সমতা অর্থাৎ অতিদরিদ্র ব্যাক্তি, প্রত্যয় অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত চাকুরী জীবিদের জন্য বিশেষায়িত স্কীম। এই সার্বজনীন স্কীমের আওতায় পেনশন পাবেন ১৫০০ টাকা হতে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। এই পেনশন কর্মসূচি তে যুক্ত হতে পারবেন ১৮ বছর হতে ৫০ বছর বয়সী যে কেউ। এই চাঁদা বন্ধ হবে ৬০ বছর বয়সে।নিয়মিতচাঁদা দিতে হবে ১০ বছর পর্যন্ত। আগে মারা গেলে নমিনী পাবেন এককালীন সুবিধা ও জমা টাকায় মিলবে ৫০% ঋণ। এবং মাসিক পেনশন শুরু হবে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত। তাই আমি আমার ইউনিয়নের সকল শ্রেনী পেশার মানুষ কে এই সুবিধার আওতায় আসার জন্য অনুরোধ জানাবো যেন সকলেই এই সেবা টি উপভোগ করতে পারে।

মেহেরপুর জেলা রেজিস্ট্রার: বছরে উপরি আয় প্রায় অর্ধ কোটি টাকা !

রেজিস্ট্রি অফিসের দুর্নীতি-পর্ব ১
মেহেরপুরের তিন উপজেলার সাবরেজিস্ট্রি অফিস থেকে দলিল সম্পাদন ও নকল দলিলে জেলা রেজিস্ট্রার (ডিআর) সাইফুল ইসলামের বছরে বাড়তি আয় প্রায় অর্ধ কোটি টাকা। জেলা রেজিস্ট্রারের হয়ে এসকল টাকা সংগ্রহ করেন তার অফিসের টিসি সহকারী খায়রুল ইসলাম । অতিরিক্ত এ টাকা না দিলেই অফিসের স্টাফ ও দলিল লেখকদের উপর চালান হয়রানির খড়গ।

দলিল সম্পাদন থেকেই শুধু না, কাজীদের লাইসেন্স নবায়ন, দলিল লেখকদের লাইসেন্স নবায়ন, স্টাফদের বদলি বাণিজ্য, নকলনবিশ থেকে অফিস স্টাফ চাকরি স্থায়ীকরণ ও উপজেলা অফিস নিরাীক্ষাতেও নেন মোটা অংকের টাকা। তার কথা মত কাজ না করলে দেওয়া হয় বদলির হুমকিও। এছাড়াও মাসের অধিকাংশ দিন তিনি অফিস করেন না বলেও অভিযোগ রয়েছে। অফিসে পরিদর্শনে গিয়ে না পেলে জানানো হয় তিনি ছুটিতে আছেন।

মেহেরপুর জেলা রেজিস্ট্রার সাইফুল ইসলামসহ দেড় শতাধিক জেলা রেজিস্ট্রার, সাব রেজিস্ট্রার, নকলনবিশদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অনুসন্ধানে নেমেছে দুদক। চলতি মাসের প্রথম দিকে ঢাকা জেলা রেজিস্ট্রার অহিদুল ইসলাম দুদকের মামলা কারাগারে যাওয়ার পর দুর্নীতিগ্রস্থ জেলা রেজিস্ট্রার, সাব রেজিস্ট্রার ও নকলনবিশদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে এসকল কর্মকর্তারা কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। তার ব্যতিক্রম নন মেহেরপুরের জেলা রেজিস্ট্রার সাইফুল ইসলামও।
সম্প্রতি জেলা রেজিস্টারের কার্যালয়ে গিয়ে দেখা তিনি অফিসে নেই। তার অফিসের টিসি সহকারী খাইরুল ইসলাম একটি চিঠি দেখিয়ে জানান ডিআর শ্রান্তি বিনোদনের ১৫দিনের ছুটিতে আছেন। তবে, কয়েক মাস আগেও তিনি শ্রান্তি বিনোদনের ছুটি কাটিয়েছেন বলে এক কর্মকর্তা জানান।

জেলা রেজিস্টার অফিসের তথ্য মতে, ২০২৩ সালে মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও গাংনী সাব রেজিস্টার অফিসে নতুন দলিল সম্পাদন হয়েছে

জেলা রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে গাংনী সাব রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে মাঝে মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেন দলিল লেখকরা। এনিয়ে গত কয়েকমাসে কয়েকদফা মিটিং হয়েছে বলেও জানা গেছে।

গাংনী সাব রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের এক কর্মচারী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ডিআর অফিসের খাইরুল ইসলাম চাপ দিয়ে ডিআর স্যারের জন্য দলিল প্রতি ২০০ টাকা করে তুলে দিতে বলেন, না দিলে অন্যত্র বদলি করার হুমকি দেন। তিনি আরও বলেন, আমরা ছোট চাকরি করি, স্যারদের কথামত আমাদের চলতে হয়, এর বেশি কিছু বলতে পারবো না।

দলিল লেখকরা আরও অভিযোগ করেন, অফিসের স্টাফ খায়রুলের আচরণ দেখে মনে হয় সে নিজেই ডিআর (জেলা রেজিস্ট্রার)।

গাংনী সাব রেজিস্ট্রার অফিসের দলিল লেখক সমিতির সাবেক সভাপতি আবদুল্লাহ আল মামুন পিন্টু বলেন, ডিআর স্যারের কথা বলতে পারবো না তবে ওই অফিসের কিছু লোক নাম করতে চাচ্ছিনা বলে খাইরুল ইসলাম দলিল প্রতি ২০০ টাকা করে আদায় করার জন্য চাপ দেন। মহুরিরা অস্বীকৃতি জানালে অডিটের নামে হয়রানি শুরু করে। যেমন আগামী কাল (সোমবার) অডিট করবে বলে মৌখিক জানিয়েছে। এসব ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকার জন্য মহুরিরা বাধ্য হয়ে ওই টাকা দেন।

জেলা রেজিস্ট্রার অফিসের টিসি সহকারী খায়রুল ইসলাম সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, জেলা রেজিস্ট্রার কোন টাকা নেন না। তিনিও এ ধরণের কর্মকাণ্ড করেন না।

এ ব্যাপারে জেলা রেজিস্ট্রার সাইফুল ইসলাম বলেন, আমার নামে কোন অফিস থেকে কোন ধরণের টাকা তোলার অনুমতি কাউকে দেওয়া হয়নি। খাইরুল যদি এটা করে থাকে আমি খাইরুলকে সাইজ করবো। অন্যান্য অভিযোগের বিষয়গুলোকে তিনি অস্বীকার করেন। তবে অফিসে কম থাকেন বিষয়টি আংশিক স্বীকার করেছেন।

শ্রান্তি বিনোদনের ছুটির বিষয়ে ডিআর সাইফুল ইসলাম বলেন, এর আগে আবেদন করেছিলাম, ফাণ্ডে টাকা ছিলো না। ফাণ্ডে টাকা আসায় এ মাসে ছুটি কাটালাম।

তবে সহকারী মহাপরিদর্শক নিবন্ধন সালাম আজাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ না করায় কথা বলা সম্ভভ হয়নি।

উল্লেখ্য, জেলা রেজিস্ট্রার মো. সাইফুল ইসলাম ২০২০ সালের ৯ জুন মেহেরপুরে যোগদান করেন। যোগদানের পর থেকেই এ নিয়মে সাব রেজিস্ট্রার অফিসগুলো নিয়ন্ত্রণ করছেন। (চলবে)…

মেহেরপুর শহরে প্রকাশ্যে দিবালোকে ব্যবসায়ীর গোডাউন ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

মেহেরপুর শহরে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে বাড়ি দখল ও প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যের বীজ লুটপাট করার অভিযোগে এনে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে সওদাগর নামের এক ব্যক্তি।

ঘটনাটি মেহেরপুর শহরের ফৌজদারি পাড়া এলাকায় ঘটেছে।

সওদাগরের লিখিত অভিযোগে জানা গেছে, জনৈক আনোয়ারা খাতুনের কাছ থেকে প্রায় ৯ বছর আগে সাড়ে তিন কাটা জমি রেজিস্ট্রি ও দেড় কাঠা জমি বাইনা নামা সূত্রে কিনে সেখানে গোডাউন নির্মাণ করে কফিসহ অন্যান্য সব্জী বীজের ব্যবসা চালিয়ে আসছেন। চলতি মৌসুমে প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন সব্জী বীজ সেখানে মজুদ করা হয়েছে।

গত ২৩ মে রাত আনুমানিক ৯.৪০ মিনিটের দিকে শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার মোসির ছেলে শহিদুল ইসলাম (৫০), মুখার্জিপাড়া এলাকার মুনতাজ আলীর ছেলে সুজন আলী (৪০), মো: জীবন (৩৫), শুভ (৩২). ফৌজদারিপাড়া এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে রুবেল (৪০) তার স্ত্রী দুলালী (৩৫), রবির ছেলে ডালিম (৪০), জলিলের ছেলে রকি (৩৫), ক্যাশবপাড়া এলাকার শহিদুল ইসলামের স্ত্রী ছবি খাতুন (৪৫)সহ প্রায় ১০/১২ জন অজ্ঞাত ব্যক্তি প্রকাশ্যে দিবালোকে সন্ত্রী কায়দায় গোডাউনে হামলা করে। গোডাউনের তালা ভেঙ্গে তারা প্রায় এক কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা মূল্যের কফিসহ অন্যান্য সব্জী বীজ লুট করে। এছাড়া প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের অন্যান্য বীজ বিনষ্ট করে। পরে খবর পেয়ে গোডাউনের সামনে যেতেই লুটপাটের এসব চোখে পড়ে বিবাদী

সওদাগর আলীর।

সওদাগর বলেছেন, জমি সংক্রান্ত পূর্ব শত্রুতার জের ধরেই প্রতিপক্ষরা আমার গোডাউন লুট করেছে। তিনি অভিযোগে আরো বলেছেন, এসময় তাদের বাঁধা দিতে গেলে প্রতিপক্ষরা আমাকে প্রাণনাশের হুমকিও দিয়েছে। এছাড়া এই বিষয়ে আইনে গেলেও আমাকে খুন জখম করবে বলে হুমকি দিয়েছে তারা।

তিনি গোডাউন ভাংচুর ও লুটপাটের বিচার দাবী করেছেন প্রশাসনের কাছে। বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর শহরে শুরু হয়েছে নানা সমালোচনা। মেহেরপুর সদর থানা থেকে সামান্য দুরে প্রায় ঘন্টাব্যাপি প্রকাশ্যে দিবালোকে এ ধরনের ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটলেও থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেননি বলে অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ কনি মিয়ার সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, “অভিযোগ হয়েছে কিনা এটা আমার জানা নেই”। তিনি আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ফোনটি কেটে দেন।